বিয়ে

রেহনুমা বিনত আনিস

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

ধরুন, পাঁচজন বন্ধু একসাথে দুঘণ্টা সময় কাটালো। নিশ্চয় সেখানে হরেক রকমের আলোচনা হবে, নানা টপিক থাকবে। তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন, সেখানে অবশ্যই 'বিয়ে' ইস্যু আলোচনার এজেন্ডায় থাকবে। 'বিয়ে' ব্যতিরেকে কি আড্ডা জমে? একবার ভাবুন তো, এই জীবনে আপনার মুখ থেকে কতবার 'বিয়ে' শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। বিশেষ করে ব্যাচেলর জীবনের কল্পিত রোমাঞ্চ মানেই তো বিয়ে। জীবনের একটা পর্যায় পর্যন্ত বিয়ে আড্ডার ইস্যু হলেও বাস্তবতা কিন্তু আলাদা। কখনো তা ভালো লাগা আর উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভাঙ্গার জোয়ার, আবার কখনো তা বিচূর্ণ আয়নার টুকরো টুকরো খণ্ড।

বিয়ে জীবন চক্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিয়ের মাধ্যমেই দুজন নর-নারী পূর্ণতা লাভ করে। একইসাথে স্বপ্ন আর সেই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ববোধের নাম বিয়ে। বিয়ে তো সেই চুক্তি, যার মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থা পুরুষকে একজন নারীর সাথে অতি ঘনিষ্টভাবে বসবাস, সুখ-দু:খ, হাসি-কান্না ও দৈহিক চাহিদা ভাগাভাগি করে নিতে স্বীকৃতি দেয় এবং উত্তরাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

বিয়েপূর্ব ফ্যান্টাসি, বিয়ে সময়কালীন বাস্তবতা এবং বিয়ে পরবর্তী অভিজ্ঞতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। মূল সঙ্কট বিয়ের দর্শনের ভিন্নতা। অথচ বিয়ের দর্শন ও প্রাসঙ্গিকতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে ধর্মে আর প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় অনেক আগেই। বর্তমান তারুণ্যের এসবে পাত্তা দেয়ার সময় কোথায়? বস্তুবাদী দর্শনে ব্যক্তিস্বার্থই যেখানে 'পরম', সেখানে বিয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট চুক্তি, অধিকার নিয়ে বসে থাকার সময় যে নাই! সুলেখিকা রেহনুমা বিনত আনিস বিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য, সঙ্কট ও বাস্তবতার এক দারুণ স্কেচ এঁকেছেন 'বিয়ে' বইয়ে। সাহিত্যের সঞ্জিবনী রস থাকছে গল্পে, সাথে থাকছে সিরিয়াস কিছু আলাপ। গল্প আর প্রবন্ধের এক দারুণ মিশেল।

বিয়ে নিয়ে তরুণ-তরুণীদের স্বপ্ন, চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সহায়ক পাঠ্য হবে 'বিয়ে' বই ইনশাআল্লাহ। সম্মানিতা লেখিকা এবং গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স-এর পুরো টিমের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভালো থাকুন। চলুন, 'বিয়ে' বইটি পড়তে শুরু করি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার, ঢাকা
৩০ নভেম্বর, ২০১৭

লেখিকার কথা

‘বিয়ে’ ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু ওজন অনেক ভারী। বিয়ের সাথে জড়িয়ে থাকে অনেক আশা আর স্বপ্নের রংধনু। বিয়ে কেবলমাত্র দুজন ব্যক্তির একত্রে বসবাস নয়; বরং এটি দুটি পরিবার এবং কখনো দুটি গোষ্ঠীর সম্পর্কের নির্ণায়ক। বিয়ের পরে একজন মেয়ের কাঁধে শুধুমাত্র একজন পুরুষের নয়; বরং পরিবারের সকলের হৃদয় জয় করার দায়িত্ব এসে যায়। এ দায়িত্ব পালন করা কতটা সহজ বা কঠিন হবে তা মেয়েটির নিজের সদিচ্ছার ওপর যতটা নির্ভর করে, ঠিক ততটাই নির্ভর করে নতুন পরিবারের মানুষগুলোর মনমানসিকতার ওপর। অনেক ক্ষেত্রেই নবাগতার ওপরে নতুন পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক বিরাট চাহিদা ও চাপ সৃষ্টি হয়। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এসে এই চাহিদা ও চাপের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া মেয়েটির পক্ষে অনেক কঠিন তো বটেই, ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

শাশুড়ির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটতে পারে। শাশুড়ি হিসেবে অধিকাংশেরই পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে না। মেয়ে বিয়ে দিলে তবু কালেভদ্রে বেয়াইগোষ্ঠীকে দাওয়াত করে খাওয়ানো কিংবা খোঁজখবর নিয়েই দায়িত্ব সম্পাদন করা যায়। কিন্তু ছেলেকে বিয়ে করালে ঘরে এমন এক আগন্তুকের অনুপ্রবেশ ঘটে, যে কি না স্নেহের সন্তানকে তাঁর সাথে ভাগ করে নেবে, যার সাথে ওঠাবসা হবে প্রতিনিয়ত। এত বছরের একচ্ছত্র অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ কি একদিনে ছেড়ে দেয়া যায়? আধিপত্যবাদী চিন্তা ও হারানোর ভয় থেকে শুরু হতে পারে নানাবিধ পারিবারিক সমস্যা।

শাশুড়ি মুরুব্বী হবার কারণে স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হয় তিনি বেশি দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। কিন্তু জন্মের পর থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার আতিশয্য তাঁকে অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে যা তাঁর দায়িত্বশীলতার অনুভূতিকে ছাপিয়ে যেতে পারে। অনেকক্ষেত্রে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হবার সুবাদে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকেন এবং এর ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। তাই বউদের কষ্ট পাবার কাহিনি যত শোনা যায়, শাশুড়িদের তত না।

তবে এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়ে কষ্ট পায় শাশুড়ির ছেলে, বউয়ের স্বামী। বেচারার অবস্থা হয়ে যায় ‘না ঘরকা না ঘাটকা।’ সে না পারে মাকে সামলাতে, না পারে বউকে বুঝাতে। শশুর সাহেব নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এখানে একটা ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন অবশ্য। কিন্তু অধিকাংশ শশুর নিরপেক্ষ ভূমিকা বজায় রাখতে চান। নিরপেক্ষতার একটা বড় সমস্যা হলো, এটা মানুষকে চোখের সামনে অন্যায় সংঘটিত হতে দেখেও মৌন থাকতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই সম্পূর্ণ পরিস্থিতিতে কার্যত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পরবর্তী প্রজন্ম। কেননা, বিয়ে নিছক দুজন মানুষের মাঝে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক নয়; বরং দুজনে মিলে সন্তানদের জন্য একটি ফুলের বাগান রচনা করার প্রচেষ্টা। এই বাগানের যত পরিচর্যা করা হবে, পানি দেয়া হবে, সার দেয়া হবে, আগাছা পরিষ্কার করা হবে, বাগানের ফুল ততই ভালো মানের হবে। আর বাগান যদি পড়ে থাকে অযত্নে, অবহেলায়, তাতে ঠিকমতো সার পানি দেয়া না হয়, আগাছা জন্মায়, তাহলে বাগান হবে জীর্ণশীর্ণ, পোকায় খাওয়া। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা মনে করে শাশুড়িকে তার ছেলের বউকে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে, সৃষ্টিকর্তা বউয়ের মাধ্যমেই শাশুড়ির পরিবারকে বর্ধিত করবেন; ঠিক যেমন করে একদিন তিনি বউ হয়ে এসে আজ শাশুড়ির ভূমিকা পালন করছেন। বউকেও চেষ্টা করতে হবে শাশুড়িকে মায়ের মর্যাদা দিতে, শাশুড়ির সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে। বুঝতে হবে স্বামীকে সে জন্ম দেয়নি, মানুষও করেনি। যে স্বামীর সাথে সে জীবন অতিবাহিত করার স্বপ্ন দেখছে, তাকে তার মা'ই আজ পর্যন্ত আগলে রেখেছে, যত্ন করে বড় করেছে। বউয়ের কৃতজ্ঞতার সবচেয়ে বড় হকদার শাশুড়ি!

পুরুষকে বুঝতে হবে মায়ের অধিকার এবং স্ত্রীর অধিকার পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। দুজনের অধিকার সংরক্ষণে একজন পুরুষকে ধৈর্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। একজনের অধিকার আদায় করতে গিয়ে আরেকজনের অধিকার ক্ষুণ্ন করার কোনো প্রয়োজন, সুযোগ বা যৌক্তিকতা নেই। যে পুরুষ সকলের প্রতি সুবিচার করবে, সে সংসারে আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে।

তারপরেও কিছু সমস্যা থেকে যায়, যা একজন পুরুষের পক্ষে মা ও স্ত্রীকে একসাথে সামলিয়ে সমাধান করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে শ্বশুর উদ্যোগী হয়ে অভিভাবকত্ব গ্রহণ করলে সংসারে সামঞ্জস্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। ঘরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তখনই গড়ে তোলা সম্ভব যখন পরিবারের সবার মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকে, সম্পর্কের মাঝে আন্তরিকতা থাকে। যেকোনো পরিস্থিতিতে পরস্পরের ত্রুটিবিচ্যুতি অনুসন্ধান করার পরিবর্তে পরিবারের মঙ্গলার্থে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে এক অনুপম পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। কিছু ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা একটি পরিবারকে জান্নাতের বাগানের মতো সুখময় করতে পারে। আবার ছোট ছোট কিছু ভুল একটি পরিবারকে বানিয়ে দিতে পারে মূর্তিমান জাহান্নাম।

অভিজ্ঞতার ঝুলি এবং কল্পনার মিশেল থেকে কয়েকটি বিয়ের গল্প নিয়ে মলাটবদ্ধ হচ্ছে 'বিয়ে' গ্রন্থ। দু'একটি ব্যতীত গল্পগুলো বাস্তবে সত্য; কেবল স্থান, কাল, পাত্র পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। না, গ্রন্থে উল্লিখিত সব গল্প আমার জীবনের গল্প নয়। যে দু'একটি কল্পনা থেকে উদ্ভূত, সেগুলো আদর্শিক ও বাস্তবিক ক্ষেত্রে কেমন হতে পারত তার ওপর ভিত্তি করে লেখা। পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু ভুল, পরিকল্পনার কিছু ফাঁকফোঁকর, দায়িত্বশীলতার গাফলতি, বিয়ের ক্ষেত্রে বয়ে আনতে পারে মারাত্মক পরিণতি। আবার ছোটখাটো কিছু পদক্ষেপ, সামান্য কিছু বিবেচনা, একটু ছাড় দেয়ার মানসিকতা একটি সুন্দর সম্পর্কের গোড়াপত্তন করতে পারে। এই সামান্য কয়টি কথা নিয়েই এই আয়োজন।

সৃষ্টিশীলতায় হাতেখড়ি বাবার কাছে। জ্ঞানের জগতের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে আমার দাদার দুই ভাইবোন 'ভালোদাদু' আর 'ছোটদাদা।' চৈত্রের খরতাপে কিংবা আষাঢ়ের বর্ষণমুখর অলস দুপুরে গৃহিণীরা যখন সুখনিদ্রার রাজ্যে, তখন মাকে দেখতাম বইয়ের জগতে হারিয়ে যেতেন। কখনো দেখতাম মা ডায়রিতে জীবনের গল্প লিখছেন, যা পরিচর্যার অভাবে ছাপার অক্ষরে আলোর মুখ দেখেনি। সব সময় মনে হয়, আমার অলস সত্ত্বার পরিশ্রমী অংশটুকু সম্ভবত মা'র কাছ থেকেই পেয়েছি।

ছোটবেলায় 'শিশু' ম্যাগাজিন দেখে লিখতে ইচ্ছে হতো। কিন্তু প্রথম লেখা হয় সংযুক্ত আরব আমিরাতের দৈনিক খালিজ টাইমসের কিশোর ম্যাগাজিন 'ইয়াং টাইমস'এ। লেখার পরিধির সাথে বাড়ে পরিচিতির পরিধি। মুখচোরা আমি প্রবেশ করি বাইরের জগতে। নিজে টাইপিং শেখা পর্যন্ত আমার প্রতিটি লেখা টাইপ এবং বানান সংশোধন করে দেয়া এবং ছাপা হওয়ার পর সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বাবা। আজও যদি তিনি এই দায়িত্ব পালন করতেন!

বড় হয়েছি দেশের বাইরে। বিদেশ থেকে ফিরে বহুদিন লেখালেখি বন্ধ ছিল। মূলত কানাডায় আসার পর ছাত্রী মায়মুনা মুসাররাত এবং পাঠক তারিক রিদওয়ানের পিড়াপিড়িতে ব্লগ জগতে প্রবেশ। জীবনসঙ্গী হাফিজ সাহেব এবং আমার মেয়ে রাদিয়া যেভাবে ঘরের কাজগুলো ভাগ করে আঞ্জাম দিয়ে আমাকে লেখালেখিতে সুযোগ করে দিয়েছে তা অভাবনীয়। এমনকী আমার ছোট ছেলেটিও লেখালেখির সময় কোনো ঝামেলা করেনি।

বাবার উৎসাহ, হাফিজ সাহেবের আগ্রহ, পাঠকবন্ধুদের অনুপ্রেরণা আমাকে লজ্জার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বইটি প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। বইয়ের কাজ হাতে নিয়ে শেষ বাঁধাটি অতিক্রম করতে সহযোগিতা করার জন্য সাইফ বরকতুল্লাহ ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ। ইসহাক খান ভাইকে ধন্যবাদ বইটিকে বাজারজাত করে সুপরিচিত করার জন্য। বইটি পুণর্বিন্যাস করে নতুন রূপে ঢেলে সাজিয়ে পুনরায় প্রকাশ করার সুযোগ দেয়ার জন্য গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্সকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি পাঠকদের হৃদয়ে এতটুকু জায়গা পেলেও প্রচেষ্টা সার্থক মনে হবে আমার।

রেহনুমা বিনত আনিস
৩০ নভেম্বর, ২০১৭

সূচীপত্র

প্যাকেট না প্রোডাক্ট? ১৩
ভালো বর পেতে হলে ১৯
তুমি ছিলে গো মোর প্রার্থনায় ২১
বিয়ে একটি উত্তম বন্ধুত্ব ২৫
বিয়ে না হলে নাইবা হলো ৩৩
অনেক কিছুই আসে যায় ৩৯
প্রতিটি ফোঁড়েই জীবন ৪২
যেমন কর্ম তেমন ফল ৪৮
হঠাৎ বিয়ে ৫৪
স্বপ্নভঙ্গ ৬২
মহাকাব্য ৬৯
এপার ওপার ৭৯
প্রত্যুষের প্রত্যাশা ৮৫
মিথ্যা ৯১
আলোর দিশা ৯৮
একজন বেহেস্তী নারী ১০৫
যুদ্ধ ১১২
অমানুষ! ১২২
ব্যথা ১২৮
প্রশান্তি ১৩৫
পরিচয় ১৪৪
অনন্ত পথের সাথি ১৫০

প্যাকেট না প্রোডাক্ট?

আপনি কি প্যাকেট দেখে জিনিস কিনেন না প্রোডাক্ট দেখে? ধরুন, আপনি নারকেল তেল কিনবেন, আপনি কি তেলের গুণগত মান দেখে কিনবেন নাকি বোতলের চেহারা দেখে? প্রশ্নটি হাস্যকর মনে হচ্ছে। অথচ এই হাস্যকর কাজটিই আমরা করে থাকি অহরহ।

বর্তমান যুগের একটি গুরুতর সমস্যা হলো বাহ্যিক সৌন্দর্যপ্রীতি। সুন্দর জিনিস সবার ভালো লাগে। ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক। এতে দোষের কিছু নেই। সমস্যা হয় তখনই, যখন কোনো কিছুর মূল্যায়নে এই সৌন্দর্যপ্রীতিই বিবেচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে দাঁড়ায়; যখন এর তুলনায় আর সকল বিচার-বিবেচনা চাপা পড়ে যায়।

এই অতিরিক্ত সৌন্দর্যপ্রীতির কারণে আমরা অনেক দাম দিয়ে ভেজাল পটেটো চিপ্‌স কিনে বাচ্চাদের কচি মুখে তুলে দেই, অথচ বাসায় কয়টা তাজা আলু কেটে তেলে ভেজে দেই না। অনেক দাম দিয়ে লাল টুকটুকে আপেল কিনে আনি যদিও তার ভেতরটা হয় পঁচা, পোকায় খাওয়া; অথচ আপেলের তিনগুণ পুষ্টিমানসম্পন্ন তাজা পেয়ারা অনাদরে পড়ে থাকে বাজারের ঝাঁকায়।

খাঁটি জিনিসের মূল্যায়নের যোগ্যতা ও মানসিকতার বিলোপ এখন আর শুধুমাত্র বস্তুগত নির্বাচনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই; বরং জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা বাহ্যিক দিক বিবেচনায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ছেলে-মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের কথা ভাবুন। কোনো কিছু জানার আগেই প্রশ্ন আসে, মেয়ে দেখতে কেমন এবং ছেলে কী করে?

একবার ভেবে দেখুন তো, জীবনের বন্ধুর পথে পরস্পরের হাত ধরে চড়াই-উৎরাই পাড়ি দেয়ার জন্য প্রশ্ন দুটো কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক? বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক সমস্ত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, বৈবাহিক জীবনে সুখের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের ভূমিকা বড়জোর ছ'মাস থেকে একবছর। তারপরে সম্পর্ক টিকে থাকে স্ত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলিকে কেন্দ্র করে নতুবা স্বামীর সহনশীলতা ও মানবিক গুণাবলিকে অবলম্বন করে। আপনারা কি কখনো দেখেননি পরীর মতো সুন্দরী বউকে দু'এক বছরের মাথায় মুটিয়ে যেতে, মেদবহুল চামড়া ঝুলে পড়তে? অথবা কালো বউটিকে ফর্সা সুন্দরী হয়ে যেতে? চাকরি, ব্যবসা, পয়সা হতেও দেরি নেই, যেতেও দেরি নেই। অনেক ধনী মানুষ মুহূর্তে সব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন– এমন উদাহরণ নিজ চোখে না দেখলেও শোনেননি বা জানেন না এমন মানুষ কমই আছে। জীবনে চলার জন্য অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য

এবং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কিন্তু শুধু পয়সা দিয়ে যদি ভালোবাসা কেনা যেত তাহলে পৃথিবীর সব ধনী ব্যক্তিরাই সুখী বিবাহিত জীবনযাপন করতেন। এটি যে সবসময় বাস্তবে ঘটে না, তার ভুরিভুরি উদাহরণ তো সকলেই জানেন। তাহলে ভাবুন আমরা কত ঠুনকো বিবেচনার ওপর দাঁড়িয়ে আমাদের সুখ, শান্তি, স্বস্তি, সাফল্য ও ব্যর্থতার চিন্তা করি এবং মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সন্তানদের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখি!

মহান আল্লাহ বলেন,

> 'আর এর নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলি রয়েছে। আর রূম: ২১

তিনি আমাদের জন্য এমন সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন যার মাধ্যমে আমরা শান্তি, স্বস্তি ও ভালোবাসা পেতে পারি, যা আমাদের পার্থিব জীবনকে অর্থবহ করবে এবং পারলৌকিক জীবনকে করে তুলবে সম্ভাবনাময়। এখানে পারস্পরিক বুঝাপড়া এবং সহমর্মিতার মাধ্যমে দুটি হৃদয়ের মাঝে সৃষ্ট বন্ধনের সাহায্যে শান্তি পাবার কথা বলা হয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে কিছু পেতে হলে তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামের একটি মূখ্যনীতি হলো পর্দা:

> 'মুমিনগণকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাযত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষ দেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতৃষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদি, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' আন নূর: ৩০-৩১

এখানে আগে পুরুষদের পর্দার কথা বলা হয়েছে, অতঃপর নারীদের। ইসলাম চায় একটি মেয়ে যেন কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করে বিবেচিত না হয়ে তার স্বীয় গুণাবলিতে উদ্ভাসিত হবার সুযোগ পায়। স্বাভাবিক অবস্থাতেই যদি একটি মেয়েকে তার গুণ দেখে বিচার করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়, তাহলে ভেবে দেখুন বিয়ের ক্ষেত্রে এটি আরও কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ!

পুরুষদের দৃষ্টি সংযত করার ব্যাপারে যে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো, পুরুষরা রঙ দেখে আকৃষ্ট হয় আর মেয়েরা আকৃতি দেখে। এই জগতে কিছু মেয়ে আছে যারা নিজ গুণের অভাব বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে ঢাকতে চায়। আমি আবার বলছি, 'কিছু মেয়ে।' যেসব মেয়েদের গুণ আছে তারা নিজেদের সৌন্দর্যের বিজ্ঞাপন করে বেড়ায় না। সুতরাং পুরুষরা দৃষ্টি সংযত না করলে, বাইরের সৌন্দর্যসার মেয়েদের দেখেই মুগ্ধ হবার সম্ভাবনা বেশি। আর মহিলাদের নিজের সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখতে বলার মূল উদ্দেশ্য তাদের এই সমস্ত চিন্তা এবং বিবেকবর্জিত পুরুষদের থেকে রক্ষা করা।

হযরত আবু হুরাইরা ﵁ হতে জানা যায়, রাসূল ﷺ বলেন–

> 'মহিলাদের চারটি জিনিস লক্ষ্য করা হয়, সম্পদ, কৌলীন্য, সৌন্দর্য এবং দীনদারী। তন্মধ্যে তোমাদের দীনদার মহিলাদের বিয়ে করা উচিত, নইলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।' সহিহ বুখারী

একটি মেয়ে তখনই তার স্বামীকে সুখী করতে পারে, যখন সে তার প্রতি বিশ্বস্ত হয়, তার সম্পদ ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। বছরের পর বছর এই কাজটি কেবল তখনই করা সম্ভব, যখন মানুষ মহান আল্লাহকে ভয় করে। ভালোবাসা ওঠানামা করে। তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া হলেও পরস্পরকে অসহ্য মনে হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের কারণে ঐ সময়েও একজন মহিলা তাঁর সংসারের ক্ষতির কথা ভাবতে পারেন না। একজন ধার্মিক মহিলা নিজ গুণে না হলেও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য স্বামী, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়স্বজন, স্বামীর পছন্দের সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকেন। আল্লাহ তায়ালার ভয়েই তিনি কেবল নিজেই যে ভালো থাকেন তাই নয়; বরং স্বামীকেও অন্যায় হতে বিরত থাকার পরামর্শ দেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন।

আমার এক ভাই বলেছিল, 'আপা, আমি আমার জীবনে এমন একজন মেয়ে চাই, যে কেবল নিজেই নামায পড়বে না; বরং আমাকেও নামায পড়ার জন্য তাগিদ দেবে।' আপনারা এমন সুন্দরী বউ কি দেখেননি যার চাহিদা পূরণ করার জন্য স্বামীকে ঘুষ খেতে হয়, আর তিনি স্বামীর কাঁধের ওপর পা রেখে জান্নাতে যাবার স্বপ্ন দেখেন? আমাদের চারপাশে এমন পুরুষও বিরল নন যারা নিজেরা দাড়ি-টুপি পরে সুন্দরী স্ত্রীকে প্রদর্শনীর সামগ্রীতে পরিণত করে রাখেন। এটিকে কি ভালোবাসা বা পারিবারিক সম্প্রীতি বলা যায়? সেই সৌন্দর্য দিয়ে কী লাভ যা হৃদয় পর্যন্ত বিস্তৃত নয়?

পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে রাসূল ﷺ নসিহত করে বলেন– দরিদ্র পাত্র, ধনী পাত্র অপেক্ষা উত্তম যদি সে সৎ ও নামাযি হয়। কেননা, যে আল্লাহকে ভয় করবে, সে আপনাকে ভালোবেসে না হোক, অন্তত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলেও আপনাকে ঠকাতে পারবে না। ভেবে দেখুন, যদি আপনার স্বামী আপনাকে বাড়ি-গাড়ি সম্পদে ভাসিয়ে রেখে অন্যত্র প্রেম করে বেড়ায়, আপনি কি সুখী হবেন? অথচ অনেক দরিদ্র পরিবারেও দেখবেন বাজার থেকে বড় মাছ এনে স্বামী-স্ত্রী মিলে যখন গল্প করতে করতে কাটেন, সেখানে প্রেমের উৎসব বয়ে যায়। টাকাপয়সা দিয়ে সুখ কেনা যায় না।

কারণ, চাকরি পরিবর্তন করা যায় কিন্তু চরিত্র পরিবর্তন করা যায় না। একজন ভালো স্বামী আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীকে সে সকল সুযোগসুবিধা দেবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। শ্বশুরবাড়ির সাথে, স্ত্রীর বন্ধুবান্ধবের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবে যেন স্ত্রী খুশি থাকে। আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে সে কখনোই স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করবে না।

আজকাল দেখা যায়, পাত্র পেঁচার মতো হলেও পাত্রী চাই ফর্সা, সুন্দরী, লম্বা, স্বাস্থ্যবতী, শিক্ষিতা, নব্যরুচিশীলা, বড়লোকের কন্যা। চরিত্র ও স্বভাবের ব্যাপারটি উপেক্ষা করা হয়। অসংখ্যবার দেখেছি রীতিমতো চারিত্রিক সমস্যাগ্রস্ত মেয়েদের হটকেকের মতো বিকিয়ে যেতে। অথচ বুদ্ধিমতি, সচ্চরিত্রা, উত্তম স্বভাবসম্পন্না মেয়েদের বিয়ে হয় না।

অনেক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভাইদের জিজ্ঞেস করেছি, 'আচ্ছা, আপনারা শুধু চেহারা দেখে এমন মেয়ে কী করে বিয়ে করেন যাদের এতটুকু বুদ্ধি ও ম্যাচুরিটি নেই যে, আপনি দু'ছত্র কবিতা বললে সে তা উপলব্ধি করতে পারে?' অনেকে এড়িয়ে গিয়েছেন, আবার অনেকে সততার সাথে উত্তর দিয়েছেন, 'এদের সহজে ডমিনেট করা যায়, যা বুদ্ধিমতি মেয়েদের করা যায় না।' একটি বিয়ের উদ্দেশ্য কী? সততার সাথে নিজের কাছেই উত্তর দিন। বিয়ের ফলশ্রুতিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত না স্বৈরাচারী তা আপনাদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম। তবে যার সাথে মনের কথা শেয়ার করা যায় না, যে আপনার সুবিধা-অসুবিধা বুঝার মতো বিবেকবুদ্ধি রাখে না, শুধুমাত্র তার চেহারা দেখে সব কষ্ট ভুলে থাকা যায় কিনা, এটা গবেষণা করার মতো বিষয়।

একইভাবে শুধু ভালো চাকরি করে দেখে অনেক মেয়েকে এমন পাত্র বিয়ে করতে দেখেছি যার সাথে কখনোই তার মানসিক বন্ধন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নেই। এমনই এক মহিলা বলেছিলেন, 'জানো, আমি আমার ডাক্তার স্বামীর সাথে পঞ্চাশ বছর সংসার করেছি কিন্তু একটি দিনের জন্যও সুখী হইনি।' এভাবে একমাত্র জীবনটি কাটিয়ে দেয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত তা বিবেচনার বিষয় বটে!

যারা ইতোমধ্যে বিয়ে করেছেন, তারা সঙ্গীদের অভ্যন্তরীণ বিকাশে সহযোগিতা করে সুন্দর সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তুলুন। আর যারা এখনো বিয়ে করেননি, তারা বিয়ে করার সময় শুধু দৃষ্টি দিয়ে নয়; বরং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিন। এই জীবনকে স্বর্গ বা নরকে পরিণত করার সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। ভুল করবেন না।

ভালো বর পেতে হলে...

বিয়ের পূর্বে ছেলে মেয়ে উভয়ের রুচি-পছন্দ, চিন্তা, দর্শন ইত্যাদি বিবেচনা করা ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের সমাজের প্রেক্ষাপটে ছেলেরা যদিওবা তাদের চাহিদানুযায়ী মেয়ে খুঁজে নেয়ার ব্যাপারে কিঞ্চিত স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে; মেয়েদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ অভিভাবক মেয়ের চাহিদা, প্রত্যাশা ও পছন্দের ব্যাপারটা সেভাবে আমলে নেন না। অথচ ইসলাম উভয়কে পছন্দ করার ও অপছন্দ ব্যক্ত করার অধিকার দিয়েছে। কেননা, ন্যূনতম বুঝাপড়ার মানসিকতা ব্যতিরেকে সংসার সচল রাখা সম্ভব না, সুখী হওয়া তো সুদূর-পরাহত।

শ্রদ্ধেয় বড়ভাই যখন ভালো বর পাওয়ার বুদ্ধি নিয়ে লিখতে বললেন, তখন মনে মনে হাসলাম। প্রত্যেক মানুষের দুর্বলতা জীবনের কোনো একপর্যায়ে তার কাছে ফিরে আসে। আমার কাছে ভালো বর মানে হলো, যে ব্যক্তি তার সঙ্গিনীর প্রতি বিশ্বস্ত এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। দাম্পত্যসম্পর্কে অনেক কিছুই মানুষ মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু এই দু'টির কোনোটিতে ঘাটতি থাকলে সে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সত্যিই কঠিন। একসময় আমার ধারণা ছিল পৃথিবীতে কোনো ছেলে ভালো হয় না। তারা বিয়ে হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে চায় না। অল্পতেই নিজের সততা বিকিয়ে দেয়। আমি মন থেকে এমন কাউকে গ্রহণ করার কথা ভাবতে পারতাম না, যে আমার জন্য অপেক্ষা না করে অন্য কারো প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আমার মনে হতো ব্যাপারটা নতুন বাড়ি আর পুরাতন বাড়ির মতো। অন্যের ব্যবহার করা বাড়িতে আমি যাব কেন? এই বদ্ধমূল ধারণা থেকে এক সময় বাবা-মাকে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম। অব্যাহত আলোচনার মাধ্যমে বাবা-মাকে রাজিও করে ফেলেছিলাম। একাকী জীবনের কল্পিত ভাবনাগুলোর সাথে বেশ সখ্যতা গড়ে উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছি অবশ্য। উনাকে যখন বিবাহপূর্ব সংকল্পের কথা জানালাম, উনি হেসে বললেন, 'একটা ছেলে খারাপ হয় কার সাথে? একটা মেয়ের সাথেই তো! তাহলে মেয়েটা ভালো থাকে কী করে? ছেলেমেয়ে কেউ এককভাবে নয়; বরং উভয়ে সৎ থাকলে প্রত্যেকেই একজন সৎ এবং ন্যায়নিষ্ঠ সঙ্গী পেয়ে লাভবান হতে পারে।' আসলেই তাই। জীবনে সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য এত সীমিত যে, তা দিয়ে জীবনের জটিলতাগুলো অনুধাবন পর্যন্ত করা যায় না। সমাধান তো বহু দূরের ব্যাপার।

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। বুদ্ধি দিয়ে তর্কে জেতা যায়; কিন্তু জীবনযুদ্ধে বিজয়ী হবার জন্য বিশ্বাস ও সততার বিকল্প নেই। ছলচাতুরী করে হয়তো একজন বোকাসোকা ভালো মানুষের সাথে বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায়; কিন্তু বিয়ের লক্ষ্য কেবল একজন ভালো সঙ্গী সংগ্রহ করাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তার সাথে সুখেশান্তিতে সংসার করাই উদ্দেশ্য। বিয়ে এমন একটি সম্পর্ক যেখানে সঙ্গীর কাছ থেকে নিজের স্বরূপ লুকানোর কোনো উপায় নেই। বুদ্ধি দিয়ে একজন উত্তম সঙ্গী খুঁজে পেলেও তাঁকে ধরে রাখার একমাত্র উপায় সততা ও বিশ্বাস।

সুতরাং আমার কাছে ভালো জামাই পাবার একটি বুদ্ধিই কার্যকর মনে হয়– নিজে সৎ থাকা এবং আল্লাহ তায়ালা এই সততার প্রতিদানে একজন সৎ সঙ্গী মিলিয়ে দেবেন– এই বিশ্বাস রাখা। আমাদের নির্বাচনে ভুল থাকতে পারে, মুরুব্বীরাও ভুল করতে পারেন; কিন্তু যিনি এই বিশ্বের প্রতিপালক তিনিই কেবল এমন একজন উত্তম ও বিশ্বস্ত সঙ্গী মিলিয়ে দিতে পারেন, যার সাথে জীবনযাপন করা সহজ ও উপভোগ্য। আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি, সৎ থাকলে তিনি আমাদের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচন করে দেবেন। ব্যাস, পেয়ে গেলেন আপনার ভালো বর!